মাতাল তরণী

কবিতীর্থ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশক
উৎপল ভট্টাচার্য

মুদ্রণ
নিউ গঙ্গমাতা প্রিণ্টিং, কলকাতা-৬

সূচী

আমাদের প্রকাশিত লেখকের আরও কয়েকটি বই

জীবনানন্দ

জীবনের জার্নাল

বর্বরের তীর্থযাত্রা

উৎসর্গ

অনুভব সরকার

গৌতম গুহরায়

সুব্রত রায়

মুখবন্ধ

বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের অনুবাদের পর শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' বাংলা ভাষার কবির ও কবিতার পাঠকের কাছে বড় একটি প্রেরণা। ঐ দুটি গ্রন্থকে আমরা আমাদের ভাষা-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে ফেলেছি। মনেই হয় না কোনও বিদেশী কবির কবিতা পড়ছি। বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো আজ শৈল্পিক ও পারিপার্শ্বিক সব দিক থেকেই আমাদের অত্যন্ত কাছের কবিব্যক্তিত্ব। লোকনাথ ভট্টাচার্য মূল ফরাসী থেকে মূলত গদ্য-গুলোই অনুবাদ করেছেন। কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন কবি অরুণ মিত্র। বাংলাদেশের শিশির ভট্টাচার্য মূল ভাষা থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন 'খ্যামবো (র‍্যাঁবো) নির্বাচিত কবিতা' নাম দিয়ে। র‍্যাঁবোর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে, সেই অনুবাদ গ্রন্থটির পাতা উল্টিয়ে লক্ষ্য করি, প্রাণপণ অবিকল রাখার প্রয়াসে শ্রী ভট্টাচার্য কবিতাগুলোকে বলা যায়, হত্যাই করেছেন। তার কাছ থেকে কিছু অনুপুঙ্খ আমরা পেয়েছি সত্য কিন্তু র‍্যাঁবোর স্পিরিটকে আত্মীকরণ করে যে অনুবাদ তা পাই নি।···ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করি র‍্যাঁবোকে আমাদের সময়ে এবং সময়ের ভাষায় নিয়ে আসার জন্য। তার জন্য মূল ভাষা জানা ততটা জরুরী নয়, যতটা জরুরী তাঁর ভিশান ও চেতনাকে জানা, বোঝা ও আত্মস্থ করা।

মূলকে অবিকৃত রেখে অনুবাদ—এই মরীচিকার পেছনে আমি সে কারণেই ছুটে বেড়াই নি। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ নিছক অনুবাদ গ্রন্থ নয়। এ হল তাঁর কবিতার উপর ভিত্তি করে, তাঁর লেখা ও জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন ও স্বাধীন রচনাকর্ম। র‍্যাঁবোর কবিতা পড়ার পর আমি চলে এসেছি আমার জীবনের অভিজ্ঞতায়, এই সময়ের অনুভবে ও উপলব্ধিতে। র‍্যাঁবোর অসামান্য ভিশানের সঙ্গে আমার সামান্য ভিশানের, তাঁর প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমার অক্ষমতার এক সংমিশ্রণ এই গ্রন্থভুক্ত চব্বিশটি কবিতা।

অরুণেশ ঘোষ

স্পর্শবোধ

চৈত্রের দুপুর জুড়ে বৃষ্টি হয়ে যাবে, কী তুমুল
ধূলিঝড়, ঘূর্ণিঝড়, অন্তর্বাস আকাশে উড়িয়ে···
তারপর বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে, বসন্তের নীলাভ সন্ধ্যায়
মুখ-আঁধারিয়া অন্ধকারে হেঁটে যাবে একটি মানুষ
বিশাল মাঠের সিঁথিতে পা রেখে হঠাৎ সে স্বপ্নপ্রবণ
গমের শীষের সুড়সুড়ি, খালি পায়ে ঘাসের আত্মার স্পর্শবোধ
গত শতাব্দীর, মাথা সে বাড়িয়ে দেবে বাতাসের আবেগের কাছে
তাহার উত্তপ্ত মাথা,
ধুইয়ে দেবে পরম যত্নের সঙ্গে নগ্ন হাওয়া অবিশ্বাসী
তখনই নিজেকে বুঝবো হয়ত সেই নির্দিষ্ট মানুষটি আমি
যতটা দূরত্ব তোমরা ভাবতে পারো, ভাবো দূর, বহুদূর, তারও চেয়ে
তারও চেয়ে অন্তর্ভেদী দূরে যাবো, সুপ্রাচীন সুপুরুষ ভবঘুরে হয়ে
সাথে থাকবে স্কুল-পালানো মেয়েটি, বলবে, ছুঁয়ে দেখো আমিই প্রকৃতি

না-লেখা উপন্যাস

সতেরো এবং সাতচল্লিশ এই দুই বয়সই পাগল করা
ভাটিখানায় বিরক্তি শুধু, মেয়েদেরও মনে ধরে না
ছুঁড়ে দে মদের গেলাশ, বেড়িয়ে পড় রোদটাটানো রাস্তা ধরে
এ পথ গেছে পাহাড় ছিঁড়ে তিব্বতীদের কুয়োর পাড়ে

দারুণ জ্যৈষ্ঠ, সান্ধ্য-বাতাসে লেবু ফুলের গন্ধ ছড়ায়
কদম-ছায়া স্নিগ্ধ এতই, অবেলায় শুধু ঘুম পেয়ে যায়
নদী যত আছে বুকে চড়া নিয়ে, ওপারে থাকবে একটি শহর
আমার মদের আড্ডা জমবে জঙ্গলে হাসিতে, মেয়েদের ঘর...

২

অশুভ আমার ছোট্ট তারকা গেঁথে আছে এই ভাগ্যাকাশে
দেখা যায় তার বুকে কালো হ্রদ, তাকিয়ে শুধু মুচকি হাসে
মৃদু কেঁপে কেঁপে ক্ষয়ে যাওয়া তার, কতদূর থেকে বুঝি
গাছের পাতার ফ্রেমে যে আকাশ, সেই তো আমার পুঁজি

গ্রীষ্মের রাত, যে-কোনও বয়স—মানুষই তো সব মাতাল হবে
বৃক্ষের স্নেহ থেৎলানো ঘাসে মদ হয়ে ওঠে, নেশা শুধু এই মাথাটা জুড়ে
তখন মানুষ প্রলাপ বকে, যেন কেউ এসে চুমু খেয়ে গেছে ঠোঁটে
নেশা কেটে গেলে থুতু ফেলে শুধু, কুকুর গিয়েছে চেটে···

৩

বাবার গলাটি গুরুগম্ভীর, তার কোঁচকান ভুরু পাশে
হেঁটে চলে সেই মিষ্টি মেয়েটি, ভাজা মাছ যে উল্টিয়ে খেতে জানে
আলোর তলায় হঠাৎ দাঁড়ায়, চোখের চাউনি আর গাঢ় নিঃশ্বাস
যদিও পড়িনি শরৎচন্দ্র তবু আমি দেবদাস···

এবং তুমি যে এলেবেলে আর গোবেচারা ভাব তবু সে মুগ্ধ হাসে
স্যাণ্ডেল-পরা ফর্সা পা দুখানি হঠাৎ কখন থমকে দাঁড়ায় কাছে
বোকামি ছাড়াও তোমার মধ্যে তিনি দেখেছেন অন্য একটি তুমি
হতে চেয়েছিলে পুরো রকবাজ, বুক দুরুদুরু প্রেমিক এখন, সুদৃশ্য পটভূমি

ওহো আপনি প্রেমে পড়েছেন ?   নিজেকে দিয়েছেন ভাড়া ?
সে জন্যেই কি মুখোমুখি বসে, মিনমিন সুরে যত না পদ্য পড়া !
সে শুধু হাসে, শোনে আর হাসে, বন্ধুরা সব সঙ্গ ছেড়েছে জেনে
কতদিন পর কিশোরীটি তার খাতার পাতায় গোপনে পত্র লেখে !

দারুণ জ্যৈষ্ঠ, তবু বারগুলো সব আলো ঝলমলে, ঠাসাঠাসি ভীড়ে ভরা
বিয়ারের সাথে হুইস্কি মিশিয়ে, তাকে শুধু মনে করা ।
প্রৌঢ় আপনি পিছিয়ে চলেছেন ছায়া ঢাকা কৈশোরে
দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন অন্ধ প্রেমিক, তরাইয়ের জঙ্গলে ।

ভবঘুরে জীবন (ফ্যাণ্টাসী)

ছেঁড়া পাজামায় গিঁঠ দিই নিচু হয়ে
পাঞ্জাবিটাও আমারই মতন অজস্র দাগে ভরা
আকাশে আকাশে হেঁটে চলি একা আর ভাবি সেই দিব্য সরস্বতী
স্বর্গীয় স্তন, নারকীয় উরু, কী কুক্ষণে যে ওই রূপ আমি দেখি !

পামাজা একটাই আর ওর ঠিক পাছার দিকটাই ছেঁড়া
প্রেমিক বামন, সার্কাস শেষে লম্বা মেয়েটির লাথি খেয়ে আধমরা
আমি পান করি তারাদের সাথে, নক্ষত্রলোকে কালাদা-র ভাটিখানা
দূর মহাকাশে কাগজ ছেঁড়ার ফর্ ফর্ ধ্বনি, তারাদের আনাগোনা

এবং ওদের শব্দ শুনছি, শাড়ির ও চুড়ির রাস্তার পাশে বসে
এবং ওদের গন্ধ পাচ্ছি, ঘামের ও মদের, সস্তা তেলের চুলে
মাতাল হয়ে কাটিয়েছি রাত, কপালে জমেছে শিশিরের মৃদুকণা

তুমি যে কখন ন্যাংটো হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছো পাশাপাশি মহাকাশে
মহাকাশ-মাঠে জেগে উঠি আমি, তোমাকে ডাকিনা ইচ্ছে করেই
লম্বা চুলকে টান করে ধরি, আঙ্গুলে বাজাই জীবন্ত সিতারা
তবুও জাগোনা, মরে গেলে নাকি ? বুকের উপর এ কোন ঠাণ্ডা পা !

ওফেলিয়া

যেখানে ঘুমায় শান্ত তারারা দূর বায়ুস্তর শেষে
সেইখানে ওফেলিয়া, দুধসাদা একটি শাপ্‌লা হয়ে ভাসে
ভেসে ভেসে চলে, খুব ধীরে ধীরে, তুলে দিয়ে তার সাদা শিফনের পাল
এইদিকে শোনো গহন জঙ্গলে, মৃত্যুর আগে আরেক আর্তনাদ

বোধহীন পশু মরে যেতে যেতে শীৎকার ধ্বনি শোনে
হাজার বছর পেরিয়ে গিয়েও ওফেলিয়া চলে ভেসে
কালো ও কুটিল স্রোতের এ নদী আমরা স্বপ্নে দেখেছি কবে
সাদা অশরীরী পশুও একদা গেয়ে উঠেছিল তারাদের দিকে চেয়ে

ঝাপটা বাতাস স্তন তার খুলে দেয়, চুমু খায় পাপড়িতে
জল খেলা করে ত্বকের মসৃণতায়—পোষাকের বাধা ঠেলে
কেঁপে কেঁপে কাঁদে উইলোর ডাল, ঝুঁকে পড়ে নাভিমূলে
হোগলায় তার উরু ঢাকা ছিল, মিহি সুর বাজে খাগ্‌ড়ার ফাঁপা নলে

নেতিয়ে পড়েছে আর শাপ্‌লারা, চারপাশে যত তার
একা সে জাগায় হিজল গাছটিকে—একটিই ছিল নদীর বাঁকের বুকে
বাসা ছেড়ে পাখি ত্রাসে উড়ে যায়, আকাশে ক্যারিওগ্রাফ
গ্রহগুলো থেকে রহস্যঘেরা বাঁশুড়িয়া গান তারই দিকে পড়ে ঝুঁকে

২

বরফ চূড়ায় আলো এসে পড়ে, এতটা শুভ্র কেন তুমি ওফেলিয়া
কৈশোরে এক নদীতে ডুবেই ভেসে গিয়েছিলে, কিংবদন্তি কথা
হিমালয় থেকে লাফিয়ে পড়েছে দম্‌কা বাতাস, ছুটে গেছে নরওয়ে
মুক্তির কথা মৃত্যুর মত কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল কানে কানে !

নিঃশ্বাস দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে গাঁথা হয়েছিল বেণী
ওফেলিয়া তুমি অজানা কত না শব্দ জেনেছ, শুনেছ অচেনা ধ্বনি
প্রকৃতির গান, ঘাসের জন্ম, পোকার মৃত্যু···তোমাকে রয়েছে ঘিরে
গাছেরা তোমাকে নালিশ জানায়, চাপা গোঙানিতে রাত্রিও ঝরে পড়ে

মাতাল সাগর রাগে ফুঁসে ওঠে, ভয়াবহ গর্জন
কোন্ কৈশোরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ছিঁড়েছিস কচি স্তন
দূর দেশ থেকে মাঠ ভেঙ্গে আসে চৈত্রের রাতে সুন্দর হ্যামলেট
পাগল যুবক হাঁটু গেঁড়ে বসে তোমার সুমুখে, অনন্ত উদ্বেগ

প্রেমে বিশ্বাস! মুক্তির পথ? —পাগ্লি তুমি না স্বপ্নেই গেছো ভেসে
গ'লে যাচ্ছিলে দারুণ উত্তাপে তুষার বালিকা, বাঁচায়নি সে এসে—
দাড়িওয়ালা সেই বেঁটে ঈশ্বর, তবুও দৃষ্টি স্থির বিশ্বাসে ছিল তার পথ চেয়ে
নিষ্পাপ চোখ দেখেছে কেবল হাঙরের ঢেউ, তোমাকে খাচ্ছে ছিঁড়ে

৩

আর কবি ডেকে বলে আকাশের তারাদের, পাঠানো আলোর পথে
ওফেলিয়া স্থির, ওফেলিয়া ধীর, সত্য সেই, বাকি সব কিছু মিছে
শাপলা শরীর ভাসিয়ে ভাসিয়ে মহাপ্রস্থান শূন্যে এবং জলে
ওড়ে সাদা পাল, মৃত্যুর হাতে তুলে দাও হেসে নিজেরই নগ্নতাকে

প্রথম রাত

মেয়েটি ছিল উলঙ্গ একেবারে
আর কিছু গাছ, ইউক্যালিপটাস
জানালার কাচে ঝুঁকে পড়ে বারে বারে
কাছে, একদম গায়ে এসে পড়ে, প্রতিরোধ করে কাচ

বড়সড় এক সবুজ সোফায় ন্যাংটোই ছিল বসে
বালিশটা শুধু কোলে টেনে নিয়ে হাত দুটি তাতে রাখে
কী আশঙ্কায় কাঁপছিল স্তন, ঠোঁটে তবু মৃদু হাসি
কী নিটোল পা, অস্থিরতা, ওকে নিয়ে রাত জাগি

মনে হয় মোম, পুড়ছে ভিতরে, চেয়ে থাকি চোখ তুলে
সরু এক আলো ধীরে কাছে আসে ঝোপের ভিতরে গলে
হাসি যেন তার নীল মাছি এক, ঘুরে ঘুরে বসে নিটোল চিবুক ও স্তনে
মেয়ে নয় সে মোমবাতি ঠিক, মসৃণতায় পুড়ছে আপন মনে

সহসা উরুতে চুম্বন করি, চমকে উঠেই সে কী তার হা-হা হাসি
না, সে হাসির কোনও শব্দ ছিল না, খান্-খান্ করে আমাদের সব ফাঁকি
দানবীর সাথে সহবাস হয় দূরে অরণ্যে, বয়স তখন সাত
আজ এ মেয়েটি চুল ছেড়ে দিয়ে তারই মত ফের দুই উরু করে ফাঁক

চাদরের নিচে দাপিয়ে উঠল যেন বা অশ্বীখুর
ছিট্‌কে একটু দূরেই সরল, 'তুমি এত কেন অস্থির…' ?
প্রথম আনাড়ীকে করে দিল ক্ষমা টেনে গজলের সুর
শাসনের ভান চোখে ছিল শুধু, কাঁপছিল তির্ তির্

আমার ঠোঁটের নিচে তার চোখ, উদাসীন আর করুণ ভ্রাম্যমান
সেও চুমু খায় দুবাহু জড়িয়ে, যেন কত আছে ভাববার !
শরীরে যখন ঢেউ জেগে ওঠে, তুলে ধরে তার মাতাল চুলের মাথা
বলে, 'আহ্ ।···এরকম থাকো···কী যে আনন্দ···মনে পড়ে কত কথা'
বলে তার কাঁপা কাঁপা স্বরে, 'তোমাকেও বলার ছিল যে কিছু
নদী গিয়ে যে সাগরে পড়বে জানি সেইসব, বলো, এত ভয় কেন তবু'
সব প্রহেলিকা হাসিতে ভাসিয়ে চুম্বন করি স্তনে
শুক্রপাতের পরেও মেয়েটি দুহাতে জড়িয়ে শূন্যকে ধরে রাখে···

মেয়েটি ছিল উলঙ্গ একেবারে
আর কিছু গাছ, ইউক্যালিপটাস
জানালার কাচে ঝুঁকে ছিল বারে বারে
কাছে, একদম গায়ে এসে পড়ে, প্রতিরোধ করে কাচ

ছলনা দারুণ জানে

চেয়ার বলতে গদীমোড়া এক পুরান-লটের মাল
একটি-ই ছিল, এটাই আমার প্রিয় আশ্রয়, উৎস প্রেরণার
সে চেয়ারে বসে রান্নাঘরের চিলতে বারান্দায়
খেয়ে যাচ্ছিলাম অখাদ্য যত, যেন কত স্বাদ অস্থির জিহ্বায়

খেতে খেতে শুনি দেয়াল ঘড়ির একঘেয়ে টিক্ টিক্
কত সুখি আমি, কত না আয়েসি, প্লেটের উপর মাছিটিও ছিল স্থির
এমন সময়ে খোলা দরজায় কাজের মেয়েটি দারুণ রকম সেজে
দাঁড়ায় বাঁ হাতে পাল্লাটি ধরে আর ডান হাত সরু কোমরেতে রেখে

নাভির নিচে শাড়ি পরা শিখে গেছে, খাটো ব্লাউজের মায়া
ঠোঁট রাঙিয়েছে ঠিক লিপস্টিকে, কী আশ্চর্য্ম বগলে মসৃণতা
ছেনালি হাসিটি ঠিক ঠোঁটে এঁটে থাকে, কাছে আসে ধীর পায়ে
সস্তা সেণ্টে বাতাসে আগুন, ভাবে, আমি উন্মাদই হবো শেষে

টেবিলের থেকে বাসনপত্র তুলতে থাকে, দাসী নয় নর্তকী
আমার চোখের উপরেই তার খোলা নাভি রাখে, এমন সহজ ভঙ্গি
আমার যে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, আড়চোখে তাই দেখে
গলাটা বাড়িয়ে মৃদু হেসে বলে, 'দেখ তো, মশা বুঝি ডান গালে'

মেটেলি জঙ্গলে, সবুজ রেঁস্তোরায়

জঙ্গলে যে হারিয়ে ফেলবে পথ
তার সামনেই এমনি স্বপ্ন-শহর—
ফুটে উঠবেই, আর এই গোধূলি
কাঠ ও টিনের আদিভৌতিক বাড়ি···

ঢুকে পড়ি সেই সবুজ রেঁস্তোরায়
হাতে ছিঁড়ে যাওয়া জুতো
প্যাণ্টে ও গালে লেগে আছে লাল কাদা
বুড়িটা শুধু চোখ তুলে দেখে নেয়···

প্যাণ্টেলুনের পকেটটাও ছিল ছেঁড়া
অসাবধানে কখন দিয়েছি হাত
স্পর্শ পেয়েই শিউরে উঠেছে হা-হা
ঠাণ্ডা নুনুর বেকুব অহংকার···

এবং যখন মেয়েটি ঢুকলো ঘরে
বড়সড় বুক, রাক্ষুসী পাছা নিয়ে
'কি খাবে, বলো ?' হাসে আর ঝুঁকে পড়ে
নেপালি বুড়িটা টুক্‌রো টুক্‌রো
সহসা করুণ চোখে···

গাঢ় নিঃশ্বাস, লঘু ফিসফিস
এবং জঙ্গুলে রাত
পোশাককে আমরা পতাকা করেছি
বোহেমিয়ার পথে পথে, অনার্য—মঙ্গোলিয়ান

নক্ষত্র, তোর গোপন অশ্রু

আকাশের দিকে তাকাইনি আর যখন আমি ঘরছাড়া এক মধ্যরাতে
হেঁটে চলেছি অজানা এক শহরের আলোর দিকে চোখ রেখে, আমার কাঁধে
গোপন অশ্রু ঝরেছে তিনটি ফোঁটা, কতদূর থেকে কেঁদেছে আরক্তিম
নক্ষত্র, তোর গোপন অশ্রু বয়ে নিয়ে যাই দূর সভ্যতায়, অ-সভ্যতার দিন

বসন্ত শুরু, থামে না-তো মালগাড়ি

কবে কোন এক দুপুর রাতে ঝর্‌ঝরে এক খালি ওয়াগনে
চেপেছি আমরা চুপে
কু-উ দিয়ে সেই যে ছেড়ে দিল গাড়ি, নিজেদের নিয়ে
কাটিয়েছি কতকাল, হেমন্ত আর শীতে

খিদে মিটিয়েছি চুম্বনে চুম্বনে, শরীরে যেটুকু পোষাকপত্র
খুলে দুজনেই ঢাকতে চেয়েছি নিচের ঠাণ্ডা লোহা
যেন আমি তার লেপ, এরকম ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে
ন্যাংটো দুজনেই, শুধু তার পায়ে একজোড়া সাদা মোজা

কোনও স্টেশনেই থামে নাই গাড়ি, বসতির বাচ্চারা
অবাক হয়েছে আমাদের দেখে, ছুঁড়েছে রুটি ও কথা
পাথরও ছুঁড়েছে দু-একজন, দেবী ও পশু ? নাকি দুই শিশু ?
তারা যাই ভাবুক, অনন্ত চুমু সহবাস ষোলকল।

শীত চলে গিয়ে, ভাঙ্গা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি
নগণ্য এক লতাগাছও আজ ফুটিয়ে তুলেছে ফুল
সহসা ঢুকেছে ভাঙ্গা ওয়াগনে ফুলে ভরা এক সোঁদালের ডাল
চার হাতে আমরা ধরতে চেয়েছি, ছিঁড়েছি শুধু পরস্পরের

ঘাস আর ঘুম

এই সেই উৎস মুখ, নদীকে প্রসব করছে অক্লান্ত পর্বত
কর্কশ পাথর ঘিরে ঢেউ, ফেনা, জলের উজ্জ্বল গর্জন
উপত্যকার ঘাস গিয়ে ঢেকে দিতে চায় গর্ভমুখ
সুচাল পাথরে সূর্য আলো ফেলে, এইখানে ছিল তার গাঢ় ঘুম

এইখানে দ্রোহী যুবকের মাথা ঝুঁকে পড়েছিল নিচে
পা দুটি সটান ছড়ানো ছিল, এত শান্তভাবে ঘুমিয়েছে
ঠোঁট খোলা, মাথার চুলের মধ্যে কেঁপে-কেঁপে উঠেছে ফড়িং
একহাত ভাটি ঝোপে ডুবেছিল, অন্য হাত ঘাস মুঠো করে ধরে স্থির

নিরস্ত্রই ছিল সে, জিন্‌সের পুরানো-প্যাণ্ট ও বুট জোড়া
দাম-বাঁধা ঘাসের নিকট আত্মীয় মনে হয়েছিল, এই নির্জনতা
পর্বতে নদীর জন্ম, রূপময় উপত্যকা যেমন দেখে না নিজেকে
যুবকটিও দেখেনি নিজের সৌন্দর্যের দিকে সহসা তাকিয়ে

মৃত্যু কি দেখেছিল ?—ছিল তার বুকে দুটো বুলেটের চলে যাওয়া
ফুটো দুটি কিছু ঝরিয়েছে রক্ত, আর কিছু প্রখর গ্রীষ্মের হুহু হাওয়া
শুষে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে শূন্যে, যেখানে মেঘ তৈরি করে কারখানা
আগামী মৌসুমি মেঘ, তারপর এই উপত্যকা জুড়ে বৃষ্টির মত্ততা

এবং এখন যে মেদোজ্জ্বল ফর্সা প্রৌঢ়টি ঝুঁকে আছে কশাইয়ের দিকে
বাজারে মাংসের এই, স্মিতভাবে, সে একদিন তাকে তুলে নিয়েছিল বুকে
উৎস ছিল প্রেরণার
বলেছে সঙ্গম মুহূর্তে, যা হবার হবে, আমরাই শোধ করে
যাব বিপ্লবের ধার…

অশুভ শক্তি বিদ্রূপ করে

অহিংসার চোখ ঠুক্‌রে দিয়েছে হিংসা-শকুন এসে
মেশিনগানের ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি লাল থুতু হয়ে অসীমে গিয়েছে ভেসে
আয়েষার তখন বয়স সতেরো আতঙ্কে ভরা বাংলাদেশের যুদ্ধ
সতেরোবারই সে ধর্ষিত হল, ধর্ষণ ক'রে অশুভশক্তি জব্দ !

অন্ধ অহিংসা সবুজ রুমালে মুছে নেয় শুধু গাল বেয়ে পড়া রক্ত
রোবটরা সব উন্মাদ হল বুকে চাঁদ তারা ফেটে পড়া এক ধর্ম
মেয়ে পুরুষের মাংসপিণ্ড ধোঁয়া হয়ে ওঠে আকাশের নীলিমায়
অশুভ শক্তি বিদ্রূপ করে, আয়েষা যখন বিদ্রোহী গান গায়

প্রকৃতি ! তুমি কি প্রসব করেছো ধর্মের মত বিদ্‌ঘুটে সন্তান ?
হিংস্য-অহিংসা যমজ কন্যা ? প্রতিশোধে জাগে মানুষের নির্মাণ ?
শুরুতে কত না শুভ আকাঙ্ক্ষা, শেষে এসে সেই ক্ষমতা কুকুর মারি
গৃধিনী তাড়িয়ে ভাগাড়ের থেকে টেনে নিয়ে যায় চিরকেলে সেই মড়ি…

আয়েষা এখন প্রৌঢ়া পাগ্‌লি, বাজারের পথে জঙ্গুলে-নাচ নাচে
উলঙ্গ হয়ে আহ্বান করে সব পুরুষকে, অশুভ শক্তি হাসে
আমি শুধু তার শব্দে বাক্যে সুস্থতা আনি, অক্ষরে বুনি শাড়ি
যুদ্ধ এখনও, ফিশ্‌ফিশ বলি, অত্যাচারও ; সৃষ্টির পর সৃষ্টিই হল পাড়ি

কবন্ধ জনসভা

[বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—এই ধ্বনি দ্বারা অর্জিত]

রক্তাভ পতাকা ওড়া চোখ ঝলসানো মঞ্চ, ভোট যুদ্ধে
জিতেছি আমরা যদিও মঞ্চটি একেবারে তারাদের কাছে
মনে হয়, উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ি কার্পেটে মোড়া ময়দানের
লালাসিক্ত ঘাস থেকে, রাজা শশাংক আসবেন এতদিন পরে···

এত দীর্ঘ অপেক্ষার পর ধুতি পাঞ্জাবিতে সেজে ধীর ও গম্ভীর
হাত তুলবেন একটুও না হেসে, তিনি অবশ্যই হাসতে জানেন না
চিৎকারে স্লোগানে ফেটে পড়বে লক্ষ জনতা এবং আমিও
বোকা বৌদ্ধদের প্রচুর ঠেঙেয়েছি আমরা, কমরেড প্রভুর তা জানা

পুড়ে মরুক্‌গে রাজ্যশ্রী নিজের চিতায়, তাতে কার কি আসে যায়
এই উন্নিশশোর শেষদিকে আমাদের মাথা নেই, মুখ নেই
তাতে কি হয়েছে, একজন, ঐ একজন তো পরিপূর্ণ মাথা
কে একজন বলল, এই তোর দিকে চোখ, তোকে চেনে হয়ত বা

ফেস্টুনে-ফেস্টুনে উড়ন্ত মঞ্চে ওঠে মুষ্টিবদ্ধ হাত
কমরেড শশাঙ্ক আসলেন কিন্তু আমার পাছা-গুহ্যদ্বার
ভীষণ চুল্‌কে উঠল হঠাৎ, আহা ! 'এই কী করছিস, প্যাণ্টের
পেছন দিকটাও তো ছেঁড়া'···ভাবি, গুঁড়ো কৃমি আর কি সময় পেল না !

নারীদের ক্রোধ

তর্জনী নির্দেশ করছে আদিম নারীটি, গুহার চাতালে
পুত্রকে প্ররোচিত করছে, হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র, ওরা অন্য গোষ্ঠী
যেদিন মুণ্ডু কেটে আনা হয়েছিল তুমুল যুদ্ধের শেষে শত্রুদের
সেইদিন প্রথম নেচেছে নারীরা, পুত্রদের চুম্বন করেছে আশ্লেষে

সহসা ঘুরে দাঁড়িয়েছে পুত্ররা তাদের, প্রথমে ভেবেছে এ শুধু
স্তন পান ক'রে যে ঋণে আবদ্ধ ওরা প্রবল মন্থনে দিতে চায়
শোধ করে তার কিছু, দুগ্ধ ও বীর্যের ধারা তো স্বাভাবিক ভাবেই
প্রবাহিত
কিছুটা বয়স্ক শিশু স্তনে মুখ রেখে কতবার করতে চেয়েছে সঙ্গম

কিন্তু চোখে এত ঘৃণা কেন ? কেন রাগে গরগর্ ক'রে পড়েছে ঝাঁপিয়ে
বুকে মুখ নয় আর, দুই হাতে দুই কাঁধ পাথরে ধরেছে চেপে হিংস্র
বহু শতাব্দীর পর যার নাম হয়েছে ধর্ষণ, নারীদের কাছে এমন বিস্ময় !
দেখেছে অন্য জননীরা, পুত্রের হাতে মৃত্যু তাদেরই সহযাত্রীদের

নারীদের প্রকৃত ক্রোধ জেগেছে তখন ? সেই কি প্রথম জেগে ওঠা ?
সন্তানের মুণ্ডু কেটে মালা, কাটা হাতে প্রথম মেখ্‌লা ?···আজ
গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হল ফের সেই নারী, পোষাকে আবৃত নগ্নতা
প্রতিশোধকামী পুত্ররা আবার, সহবাসই নয় কি শুধু প্রতিদান ?

প্রায়ান্ধকার গোধূলিতে এই সভ্যতার ? কেন তুই স্তন দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখেছিস ? —খুন হবি এইজন্য ? অন্য নারী দুহাতে আঁকড়ে
ধরে ফল ॥

সুষম বাতাসে ঘ্রাণ জন্মভূমি

৭০ ও ৭২-এর শহীদ, অশহীদ ও বিস্মৃতিরা
যুক্তির প্রবল যৌনলালসায় শান্ত, ফ্যাকাশে এবং নিঃশেষ
জিপের চেইন তোমাদের আটকে গিয়েছিল, জোয়ালের নিচে নিরুদ্দেশ
এখন সুষম বাতাসে ঘ্রাণ মানবতা, ধীরে বহে জন্মভূমি গাথা

নমস্কার বরণীয় বুদ্ধিজীবী, কবি ও লেখক তালিমারা আলখাল্লা
তোমাদের হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছিল মধ্যরাত্রে, মধ্যবর্তি হ্যাঁ এবং না
মৃত্যু নামক সম্ভ্রান্ত প্রেমিকা, তোমার মধ্যে কী দিয়েছিল বুনে
কোনও বীজ ? প্রাক্তন বিপ্লবী গেরস্থ এখন পথ হাঁটে অন্যমনে···

যাদের রক্তস্রোত ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যত ফ্যা-ফ্যা হাসি
আঁৎকে ওঠা মুখ, সর্বাগ্রে বিবেচ্য কি নয় মানব দূষণ ?
হে অধুনার রাজা শশাংক যুদ্ধে জিতে তবু কেন দুরারোগ্য আমাশয়
অন্তর্বাসে দুর্গন্ধ, জনতার মুখের দিকেই উপঢৌকন ছুঁড়ে দিতে হয় !

আর আমরা তোমাদের গণরাজতন্ত্রকে ধর্ষণ করতেই এসেছিলাম
সদর দরজার সামনে এমন একচড়, ঠাস্ ।
খুব হতভম্ব, তাহলে কি কোনও উপায়ই নেই ঋণ শুধ্বার !

ভেনাস, সরস্বতী ও আমি

ভেনাস : সাদাটে লোহায় তৈরি সবুজ কফিন এক, সমুদ্র-শ্যাওলা থেকে উত্থিত হয়েছে কোন্ কালে, সে ভূমধ্যসাগর। সে পৃথিবী নাম্নী এই স্ত্রীলোকের মধ্যশরীরে জেগে থাকা সীমাবদ্ধ সমুদ্র গর্জন। আর শ্যাওলা, জলজ গুল্মে ওলবনে লবণে জরাজীর্ণ কফিন দূরে, বহুদূরে উড়ে গিয়ে হতচ্ছাড়া এক বালকের সামনে নেমে, ধীরে, খুব ধীরে খুলে দেয় তার ডালা। সেই আমার প্রথম জন্ম, না ঝিনুকের থেকে নয়, কফিনের থেকে…। কী অবাক কাণ্ড জানিস, ছেলেটির গা ভর্তি চুলকানি আর ঘা-পাঁচড়া, তার ঢলঢলে ইজের নেমে পড়েছে হাঁটুর নিচে, নাক টানছিল আর এক হাতে চুলকে নিচ্ছিল নাভির নিচটা…আমি উঠে দাঁড়ালাম সেই প্রথম…দুচোখ বিস্ফারিত ক'রে সে তাকাল আমার দিকে, বন্ধ হয়ে গেল তার নাক-টানা, থেমে গেল তার চুলকে-থাকা হাত! আর আমার সেই প্রথম লজ্জা, দীর্ঘ চুলের প্রান্তভাগ দিয়ে ঢেকে নিলাম উরুসন্ধি…বাতাস আমাকে ঘিরে নেচে উঠল প্রবল, গর্জন করে উঠল সমুদ্র, কফিনের অন্ধকারে তখনও ডুবেছিল আমার দুই পা। ঢেউ আমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছিল একবার আবার নামিয়ে আনছিল নিচে—একেবারে হতভাগাটার হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেওয়ার কাছে…

সরস্বতী : …সেই পোঁটাগড়ানো চুলকানিভরা বালকটিকে আমি জাগিয়ে তুলেছিলাম তোরও আগে…! এ যেন আমাদের নিয়তি নির্দিষ্ট। সুপুরুষ শুধু আমাদের কল্পনায়, ব্যাধিগ্রস্থ কিশোর আমাদের বাস্তবতা। মেনেও নিয়েছিলাম আমি। সাতজন ঋষির স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে মৃদু জ্যোৎস্না আলোকিত মাঘ নিশীথে আমার উত্থান দূর সিন্ধুনদ-গর্ভ থেকে। ঋষিরা ছিল অদৃশ্য আর ছেলেটি পর্বতের সানুদেশে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ চুলকে যাচ্ছিল তার পশ্চাদ্দেশ। মুখ তুলে তাকিয়েই সে

স্তম্ভিত। অভিভূত ও উল্লসিত কিন্তু নির্বাক। শুধু দুচোখের দৃষ্টিতে ছিল ভাষাহীন চিৎকার…। না, আমার কোনও লজ্জা ছিল না, শরীরের কোনও অংশই ঢাকতে চাইনি, ঋষিদের বর্ণনার অতিরিক্ত ছিল আমার কুচযুগ এবং নিতম্বদ্বয়, আমি বরং আমার কেশ সরিয়ে দিয়েছিলাম নিতম্বের উপর থেকে, বিস্তৃত পৃষ্ঠপট থেকে, দ্রষ্টার দৃষ্টি যাতে বাধা না পায়…

এবং আমি : আমার জিহ্বা নড়ে উঠেছিল মুখবিবরে। শির শির করে উঠেছে মেরুদণ্ড। জল-জন্তু-মাংসের ব্যঞ্জন কোনও অতলের রন্ধনশালায় খুন্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ভয়ংকর স্বাদের গন্ধ পাচ্ছিলাম দুজনের বেলাতেই আমি। ভেনাস এবং সরস্বতী। সরস্বতী এবং ভেনাস। তারা মিশ্রিত হয়, দুজনের দেহ একসঙ্গে লীন হয়ে গেঁথে যায় ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা দীর্ঘ বঁড়শিতে। আবার তারা ভিন্ন ভিন্ন, স্বরূপে আমার দুপাশে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করি দুজনকেই। কেঁপে উঠেছিল ভূমি। মাথার উপরে নেচে উঠেছে হাড় জিরজিরে বৃদ্ধা প্রৌঢ়া দেবীরা। আর আমার আঙুলে উঠে আসে গুল্মলতার ঝাঁজাল আঠা…

সরস্বতী ও ভেনাস। দুজনেই দুজনের পাছা দুটি এমনভাবে তুলে ধরে স্বর্গের দিকে, গুহ্যদ্বার থেকে বেরিয়ে এল বাণী, ঈশ্বরের প্রতি, হে প্রভু অবলোকন কর…

দেখি, দুজনের বুকের চামড়ার নিচে এবং মূত্রনালীর দুপাশে ক্ষোদিত রয়েছে একই লিপি :

ওঁ ভ্রান্তি

ওঁ শ্রান্তি ওঁ শান্তি

আলমারি, প্রপিতামহীর

কোন্ উদ্বেলতা ছিল এই আলমারির ? দূর প্রপিতামহীর যখন
সদ্য বয়ঃসন্ধি বিশালতার এই আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ ?
দীর্ঘ ঘোমটা মাথা, মুখ ও গলা থেকে ঝরিয়ে দিয়ে ? আরক্ত মুখে তার
বিন্দু-বিন্দু ঘাম, হাঁ করে শ্বাস নেওয়া পশু, কোন প্রতিচ্ছবি বুকে ধরে
আছে কাঠ ?

কাল মেহগনি আজ চুনের দাগে ভরা ঝরঝরে কিন্তু অভিজাত
প্রাচীন পরিবারগুলো ধ্বংস হতে হতে যেমন বেঁচে থাকে—
তাদের অমিতাচারে, জ্বলন্ত আর গোপন লাম্পট্য দেয় হাতছানি, আহ্
দুর্বল শিশুরা ওর গর্ভের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, চিৎকার করে ডাকে মা

এ্যানিমিয়াগ্রস্ত মা এবং কড়্কড়্ শব্দে ঝরে পড়ে সমস্ত অতীত
ওহ্, পুরানো আলমারি, সেই কিশোরী বধূর লেস লাগানো সায়া
পায়ের মল, কোমরের গোট, কৌটো সিঁদুরের আর তোমার মসৃণতায়
সে কি নগ্ন হয়নি একবারও ? স্বামী যখন মাতাল, গড়ায় মেঝেতে

পুরানো দিনের অনেক বিস্মৃতি, গল্প, মুহূর্ত আর ছেঁড়া কাগজ ও কাঁথা
অসংখ্য রঙিন ফ্যাকাসে ন্যাক্ড়া গ্রাস ক'রে নিয়ে নির্বিবেক ও নিশ্চুপ
মেয়েদের যখন প্রয়োজন হয় টুক্রো ফালি কাপড়ের, দাঁড়ায় এসে
আলমারির সামনে, হাত রাখে নির্বোধ আর হাট করে খোলা হয়, গ্রাসে

নীরবতা ছিন্নভিন্ন ক'রে আবার কড়্কড়্ শব্দ, প্রপিতামহীর উদ্ভাস
ঘাম ও তেলের গন্ধ, সদ্য রজঃস্বলার কুটহাসি, ভরে ওঠে বাতাস···

ভয়ার্তদের জীবনপথ

আরও নিচে নেমে আসে জমাট, ভরাট কুয়াশা
আরও নিচে নেমে আসে দুরন্ত দুর্ভাগ্য
বৃষ্টি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
কুয়াশা বৃষ্টি হয়ে যায়, হাত ঘসে ঠাণ্ডা পাছায়
মাথায় এক টুকরো হয়ত-বা পলিথিন
আজ তো নয় আর ময়লা কাগজ কুড়াবার দিন
গলির এ প্রান্ত থেকে ছুটে ওই দিকে যাওয়া
কেউ ফের তাড়া দিলে, হুড়মুড় করে ছুটে এপাশেই আসা
যদি কুত্তী হোত মা অর্থাৎ কুকুর জন্মই হোত যদি
তাহলেও জীবন সার্থক হোত ?—না, এরকম কখনও ভাবেনি
হু হু বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে তারা হি-হি হাসে
আকাশে প্রস্রাব করে মনুষ্যত্ববাদী

মিষ্টির দোকানের মেঝেতে, দেখে ওরা দুটো সাদা হাত
ম্যাটম্যাটে আলোর নিচে ছেনে যায় আটার সোনালী লোভী তাল
বাসি পচা ডালডার সুগন্ধে গলি ম' ম'
ফুসফুস ফুলিয়ে ওরা গন্ধ নেয়, স্বর্গীয় অনুভূতি যত
দোকানি ভেংচি কেটে ফের করে তাড়া।
ক্ষুদে ক্ষুদে মাথাগুলো ছুটে যায়, ডাগর মেয়েটি সরে না
পরোটা ভাজতে ভাজতে গুন-গুন সুর ভাঁজে
খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়ো কর্মচারি
ছেঁড়া ফ্রক আরও বেশি ছিঁড়ে দিয়ে হলদেটে হাসে
গলির গর্ভের গভীর থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডেকে ওঠে

কাটাকুটি দাগে ভরা সদ্য ছোট স্তন তার বেরিয়ে এসেছে
তবু সে দাঁড়িয়েই থাকে, এতটা সাহস কে দিয়েছে তাকে !

প্রথম পরোটাটি ভাজা হলে পেয়ে যায় রাস্তার কুকুর।
এ তার প্রতি সকালের বরাদ্দ খাদ্য, বুড়ো কর্মচারি ভাঁজে সুর
তবু মনে হয়নি রত্নমালার
এর পরের জন্মে কুকুরীর গর্ভে জন্মাবার···

ছোট ছোট কালো হাত টেনে নিয়ে যায় তাদের দিদিকে
দুমড়ানো বাসি কচুরিই মনে হয় জেগে থাকা
অপুষ্ট স্তন দুইটিকে
খুব খিদে পেলে তারা তাকিয়ে দেখেছে
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাতে ওরা ওইখানে উষ্ণতা খুঁজেছে···
অনেক শুনেছে তারা কাপপ্লেট চামচের ভৌতিক আওয়াজ
অনেক পেয়েছে গন্ধ গ্রীলবদ্ধ বাড়ি থেকে সকালের
দুপুরের রাত্রির খাবার
কাক কুকুর আর ভিখিরিকে ঢিল ছোঁড়ে প্রচণ্ড আক্রোশে
হয়ত পলিথিন বা কাগজ বেচার পয়সায়
সস্তার হোটেলে আত্মমগ্ন এঁটোকাঁটা চোষে
হঠাৎ স্কুলের গাড়ি এসে গলিতে দাঁড়ায়
গ্রীল খুলে ছাতা ব্যাগ মোজা জুতো ছোট্ট তাদের চেয়ে
সঙ্গে দাসী, ঠাণ্ডা, কুয়াশা ও বৃষ্টি, একসঙ্গে হো হো হেসে
ভেংচি কেটে, ছেঁড়া ইজেরের ভেতরের থেকে
কালো বোবা নুনুটি বের ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে
বাবু বাচ্চাটির চোখে সে কী ভয়াবহ ভয়···
দিদিকে জানায় এসে হাসতে হাসতে হতচ্ছাড়া দল
এখনই এসেছে করে তারা, গোটা বিশ্বজয় !

সান্ধ্যআরতি

মনে হবে, শাপভ্রষ্ট দেবতা একজন
অসহ্য অস্বস্তির মধ্যে বসে আছে নাপিতের ক্ষুরের তলায়
সামনে মদের পাত্র, ছেঁড়া,-ছেঁড়া সময় ও স্বপ্ন মিশে যায়
মনে হয় আমি এক খৃষ্টপূর্ব শান্ত ভ্যাগাবণ্ড !

পায়রার খোপ থেকে ঝরে পড়ে সুপ্রাচীন গু
আমার মাথার উপর আমারই হাজার হাজার স্বপ্ন কল্পনা
ঝরে পড়ে, লেপ্টে যায়, দুর্গন্ধে জাগিয়ে তোলে স্বর্গীয় বাজনা
অর্কেষ্ট্রা শুরু হল, বেশ্যারা ফেলে শুধু, থু

আমাকে রক্তাক্ত করে সারিবদ্ধ ফলের দোকান
পাকা-পচা-জীর্ণ ফল, যে-মাতাল অবস্থায় গায় গান
আমি তার আত্মা হতে চাই কিন্তু বসে বসে পান করি পুজো
আবার স্বপ্নকে সজীব করতে চাই প্রস্রাবে প্রস্রাবে
এখানে এখনও আছে কালো সূর্যমুখীরা…

সোনালী সিংহের মুখ

সবুজ গয়নার বাক্স, সোনার কাজ করা লতা ও পাতায়
ফুটে আছে রক্তিম পাথর বসান ফুল সৌন্দর্যের বিভীষিকায়
বেড়ে উঠছে কৃত্রিম ঝোপ, প্রাচীন যুবতী আছে ঝুঁকে
কী-দারুণ এমব্রয়ডারিটি কিন্তু সব ক্লান্তি জমে আছে বুকে···

শুধু মাথাটি উঁকি দেয় সোনালী সিংহের ব্যাদিত গর্জন
ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে সাদা দাঁত, নড়ে ওঠে দূর সময়-কেশর
আমাদের প্রপিতামহীরা যুবতী এখনও, ধীরে রাখে হাত
তাদের রক্তিম ঠোঁট, তাদের উজ্জ্বল চোখ, পেতে চায় স্বাদ

আমাদের জীবনের মাঝখানে এসে, দ্যাখে ধ্বংসস্তূপে গাছ
দ্যাখে, বংশধরেরা তার মৃত ও গলিতের সাথে সহবাস—
সেরে নিচ্ছে নাক ঝেড়ে, সময়ের বুকে হেঁটে সেইসব কাজ
লতা, ঝোপ, ক্ষোদিত সিংহের মুখ দরজায় কড়া নাড়ে আজ।

স্বর্ণযুগ

ছিল কিছু কণ্ঠস্বর, ছিল কিছু গান
সময় শিউরে উঠত, দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত মাঠ
ছিল কিছু দৃপ্ত মুখ, ছিল স্তব্ধ শোকে আবেগ
কেন্দ্রচ্যুত অন্ধকার সামনে দাঁড়াত এসে প্রেত !

এখন হাজারো প্রশ্নেরা
ভিতরে ভিতরে শুধু নখ আঁচড়ায়
সদুত্তর কখনও যাবে না পাওয়া
মত্ততা ও পাগলামি যথাযথ প্রশ্রয় পায়

সেই যে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া দূরে
পর্বতের কোল ঘেঁসে ঘুম
সেই যে হঠাৎ বেরিয়ে আসা সুরে
তিব্বতের পথে কিংবা সাইপ্রাসে গুন্ গুন্

কিংবা ধর্ বস্তিরই মেয়েটি
তোকে দেখে একেবারে হেসে কুটি কুটি
তবুও তো দেখিয়ে দিয়েছে তার ঘুপ্চিমতন নিচু ঘর
সেই সব দিনে ভবঘুরেরাও হয়েছে স্বয়ম্বর···

মনে আছে সেই কাম্‌চাটকায় যাওয়া
কেঁচোর শুঁট্‌কির চাট্ মদের সঙ্গে খাওয়া ?
গোসাপের লেজ, ইঁদুরের মাথা, সুস্বাদু জিহ্বায়
ন্যাড়া মাথা যুবতীটি পূর্বেই মিশে যায় !

ছিল কিছু গলা আর ছিল গান
বাতাসে কাঁপন ধরত, দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত মাঠ
ছিল কিছু হেসে-ওঠা মুখ, ছিল কিছু শোকের আবেগ
ঝুলঝোপে, গাবগাছে অন্ধকারে দাঁড়াত এসে প্রেত !

ভয়ার্ত নাবিকেরা কেঁপে ওঠা গলা নিয়ে
তক্ষুনি ধরত গান, যেন দূর যত লোকগাথা ভূতকে তাড়াবে !
নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস দুই ভাইবোন জড়িয়ে আতঙ্কে
সহবাস সেরে নিত হয়ত তাদের অজান্তে…

এখন গ্রহটা গেছে প্যাচপ্যাচে বিশৃঙ্খলায় ভরে
চমকে উঠে ছুটে চল গ্রাম থেকে হয়ত শহরে
আবার শহর থেকে ফিরে আয় গ্রামে
গোলকধাঁধায় কারা প্রাণপণ আরামেই আছে…!

ওহে বুড়ো স্কাইস্ক্রেপার
কতটা বয়স হল জানিনা তোমার
তুমি কি এই শহরের প্রেসিডেন্ট ?
তাজা মানুষের হাড় দিয়ে যদি
গড়া হোত মনুমেন্ট !

আর আমি, আমিও তো গান গাই, লা-লা-লা
অগুন্তি বোন আমার আমাকে চেনে না
অগুন্তি কন্যা আমার, কানাকালা, দেওয়ালে হাতড়ায়
বন্ধ্যা বুড়িরা ফের আমাকেই জন্ম দিতে চায়…

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণ অ কালো, আ লাল, সবুজই, নীলাভ উ আর সাদা ও
তোমাদের জন্মরহস্যের গোপনীয়তা সব ফাঁস করে যাব আমি
অ তুই অজন্তা-ইলোরার জীবন্ত মেয়েদের পরিত্যক্ত কাঁচুলি
যারা সময়ের নৃশংস নোংরার পাশে ঘুরে বেড়ায় পবিত্র ও নগ্ন

রক্তসমুদ্র আ, ভাপ উঠছে ভেদ করে যত অস্থায়ী তাঁবুর পতাকা
দলবদ্ধ ছায়াদের নাচ, কালো নেতৃত্ব, উপহাস করে নগরেরা

সবুজ ই, উঁকি দেয় পথ চলতি অসংখ্য বন্ধ্যাদের জরায়ু
অনুতপ্ত সব লাইটপোস্ট, পরিবেশবাদীদের মিছিল, ফুঃ

নীল উ, পুরুষালি ভঙ্গিতে তন্ত্র-উপাসনা, নারীদের দৃঢ়তা
স্তন তারা উপঢৌকন দেয় সমুদ্র-ঘড়িকে, খোলা রাখে একটি পা

ফিরে যাই বাইবেলে, বাইবেল থেকে দূর বৈদিক ঋষিদের মুখ
আমি অশ্বপালক, বলি, আমার অশ্বেরা অদৃশ্য, থুতুনি ও চিবুক
শিশ্ন ও ঘাড়, দেখো সবই ঘোড়ার, আমিই অশ্ব আমিই রাখাল
সম্মিলিত স্বরবর্ণেরা আজও আমাকে করতে পারো উদ্ধার···

ও তুই শান্ত, বেজে-না-ওঠা বৌদ্ধলামাদের দীর্ঘ সেই শিঙা
গোল হয়ে খেতে বসেছে এখন, পেচ্ছাব করে দিয়েছে কোলের শিশু
আহ্, আমার মাথার উপর কালো মহাকাশের চূড়ান্ত নীরবতা···

সাত বছরের কবিরা

মাকে মহিলা ভাবতে হয় সেই মুহূর্তে
যখন সে রাগে থুতু ছেটায় অকর্মণ্য সোয়ামিটির উদ্দেশে
অবশ্য বাবা বাড়ি ছিল না, সেজন্যই সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—
উপভোগ করতে পারে, যথেচ্ছ ছেটাতে পারে ঘৃণা
আঙুল উঁচিয়ে ধরে সে ভয়ার্ত আমাদের দিকে, যেন দিগম্বরী কালী
'তোদের জন্যই আমার এই অবস্থা—একপাল কুকুরের গেরস্থালি
এই বাচ্চা কুকুরগুলো না থাকলে, একদিকে চলে যেতাম—
যেদিকে দুচোখ যায়…' হয়ত তখন সকালের বৃষ্টিতে করে উঠেছে স্নান
অনেকদিন খরার পর গাছ, ঝোপ, মাটি আর বাচ্চারা
গত রাতেও বাড়ি ফেরেনি আমাদের জন্মদাতা
আধা রাজনীতি সে বাকি অর্ধেক বাউণ্ডুলে আর মাথা নিচু
স্ত্রীকে সে ভয় পায়, ভয় পায় নিজেকেও, কখন ঘটিয়ে ফেলে কিছু—
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে জন্যেই কি দূরে দূরে থাকা
বকতে বকতে ক্লান্ত হয় মহিলা, হাত থেকে ছুঁড়ে দেয় ঝাঁটা
চলে যায় বাড়ির পেছন দিকের ছোটখাট জঙ্গলটায়
দু'হাত পেছনে রেখে সরল সোজা একটি গাছের গায়ে গা রেখে তাকায়…
তাকায় দূরের দিকে, আমি মলাটের ছবিতে এরকম দেখেছি
উপন্যাসের নায়িকা
কোন দম্পতি কি তাদের সাতবছরের শিশুকে ভাবে ? —না।
এবং আমার প্যান্টে গু লেগে থাকার সম্ভাবনা
আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম আর নিজেকে বোঝাতাম পরিচ্ছন্নতা
মাথায় গিজ্ গিজ্ করতো বিশাল বিশাল সব চিন্তা
যেসব উঁকি দেয় শৈশবেই, আমি যে দেখছি তাদের, তারা তা জানে না

সে যখন বিছানায় কাৎ হয়ে শরৎচন্দ্রের পাতা ওল্টায় ধীর আঙ্গুলে
আর পুরুষটি, যে নাকি আমার হঠাৎ জন্ম হেতু, রাজনীতি নিয়ে কথা বলে
তার গ্রাম্য বন্ধু ও ভক্তদের সাথে, জ্বল জ্বল করে ওঠে চোখ
লেখা হয়ে যায় আমার উপন্যাস, চরিত্র, গাঁয়ের একজন দরিদ্র নিরক্ষর
আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি আর লম্বা মাঠ, ঘাসবন আর অরণ্য
ঘরপালানো একটি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় আমার উপন্যাসের জন্য
চৈত্রের জ্যোৎস্না-আলোকিত গভীর রাত্রি, উন্মত্ত সব পুরুষদের পদক্ষেপে
ভরে ওঠে ঘামে ছাওয়া জীবন, মেয়েটিকে উলঙ্গ তারা বয়ে আনে মাঠে
মহিলা তারই গর্ভজাত শিশু সন্তানটির দিকে সন্দেহের চোখে
তেরছাভাবে দ্যাখে, যে শিশু চিন্তা করতে শেখে জন্ম থেকেই
তাকে ভয় পায়, তাকে ঘেন্না করে, তার জন্য এখানে কিছু নেই
পরিহাস হলেও এটা সত্য, আমি গর্ভে বসে শুনেছি রামায়ণ ও মহাভারত
মহিলা আমাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে বলল, বঙ্কিম ও শরৎ
বলল প্রেম, তুই বুঝবি না. বড় হয়ে বুঝবি নারী ও পুরুষ
আমি যে তার চেয়ে বেশি বুঝেছি সে বোঝে না, বিষাক্ত
বাতাসে ভরে গেছে ফুসফুস

আমি অর্থাৎ সাত বছরের যে
ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রৌঢ়ত্বের ধ্বংসস্তূপ পেছনে রেখে
একেবারে আকাশের কিনারা অব্দি বিস্তৃত তামাক খেত
তার পাশ দিয়ে পথ, তার হাতে লিক্‌লিকে সবুজ বেত
সে আঘাত করে, রক্ত ঝরায় পাতার আর নিকোটিনের গন্ধ
লুকিয়ে সে দেখেনি, একটুও কাঁপেনি দুইজনে যখন আলিঙ্গনে আবদ্ধ—
ঘরের ভ্যাপ্‌সা অন্ধকারে হেঁটে গেছে পাশ দিয়ে
এসবে তার রুচি নেই, বিস্ময়ও নেই তবু তামাক পাতার গন্ধ পেয়ে
চমকে উঠেছে, ঘুমন্ত নাকে ছিট্‌কে এসেছিল একই ঘ্রাণ
গাঁজার গন্ধেও সে ন্যাংটো শরীর দেখেছে, মা ও বাবার
একটি গাছ, একটা পুকুর আর অবধারিত এক কুঁড়েঘর
সেখানে রোজ সন্ধ্যের পর থেকে বসে যেত গাঁজার আসর

প্রথমে ধম্‌কে দিত তারা, সে ভয় পায়নি, পরে ভুলেই যায়
দেখেছে, আচ্ছন্ন মুখগুলো মৃত্যুর সঙ্গে কড়ি খেলেই মজা পায়
আর ওদের অসম্পূর্ণ কথা, হাসি এবং মাটিতে আছড়ে পড়া
পূর্বপুরুষদের ধোঁয়ার সঙ্গে গিলে ফেলছে আর ভবিষ্যৎ বংশধরেরা—
ওদের নারীদের প্রস্রাব ও ঋতুকালীন অসাবধানতায়—
শৃগাল শাবকের মত উঁকি দিয়ে আবার গর্তে ডুবে যায়
চেতনা একবার জেগে উঠতে চায়, পরমুহূর্তেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে
ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়, ঘুমন্ত দেশে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে···
আর খেজুরের ঘনরসে নেশা করত যত পুরুষেরা
সে তাদের অভিবাদন জানাত, এটাই কি ঈশ্বরের শুক্র পান করা ?
শুক্র সম্পর্কে, শুক্র, ঈশ্বর ও নেশা সম্পর্কে তখনই তার
বাস্তব জ্ঞান হয়ে গেছে, নেশা যেমন মৃত্যুদূত আর
শুক্রকীট তাকে নিয়ে গেছে যোনি-গর্ভস্থিত দেবতাদের কাছে
ফসলের মাঠ যেমন চাষার রক্ত শুষে খায় নিঃশব্দে
তেমনি প্রতি পলে ঈশ্বরের প্রয়োজন অনর্গল রক্তধারার
এবং সে তা পায়ও, রাজনীতিবিদরা এসেছে ঋণ শুধবার !
লাইন ক'রে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মাঠে শুরু হল লোকগান
লোকগাথা শুনলেই সে সামনে তাকায়, পরিদৃশ্যমান—
অণ্ডকোষ সমেত শিশ্ন মুখে-পোরা-বিস্ফারিত-চোখ শিশু
মেয়েদের জটলা দেখেলই সে জড়ো করে ন্যাকড়া কিছু
কেরোসিন আলকাৎরা জড়িয়ে লাগিয়ে দেয় আগুন অহংকারে
একটি মেয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল অন্তর্নিহিত জলে
যদিও পরিণাম যে কী জানাই আছে অবশেষে !
ঘাসবন, ফাঁকা মাঠ ও নদীর কিনারে তাকে একা পেয়ে
চিৎকার ক'রে হাত তুলে ডেকেছে আর একটি মেয়ে, বয়সে অনেক বড়
মনে হয় সে পাহাড়ের ওপার থেকে এসেছে, চোখে বুনো গন্ধ···
আঙ্গুল তুলে বলে, 'খোকাবাবু খোকাবাবু'

খেড়বাড়িখান নে খো
খেড়বাড়িখান নে খির না পান
মোর ফেরকাটা খান দ্যাখো'

তুলে ধরেছে তার ঘাঘরার মত ঘোরান ফ্রক এবং সে পরেনি কিছুই
সংগীত বাজতে থাকে, সূর্য নেমে আসে, আমার মনে হয় বিদেশ বিভুঁই
কোনও এক কসাক মেয়ে একজনকে লিখতে বলেছে গোটা স্তেপ
সেটা অসম্ভব, তাহলে ব্যর্থতাকে ডেকে আনা কেন ? মাংস ও
লালাই নয়কি ঢের।

কিন্তু তার মধ্যে জেগে উঠেছিল, ঢুকে পড়েছিল স্তেপ ও প্রেইরী
সূর্যকে মনে হচ্ছিল মহাকাশের ভ্রূণ, এতটা ভারী !
নারীদের প্রতি গ্রাম্যদের যত অশ্লীল উচ্চারণ
তার মনে হয়েছিল সবই পূজা উপাচার, মূলত নারীরাই ছিল শাসক
বার বার সে ঘুরপাক খেত বিশাল মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তারপর সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েও দেখত, নেচে উঠেছে তাকে ঘিরে
তাকে কেন্দ্র ক'রে যে ঘূর্ণন শুরু হয়েছিল সে আর পায়নি ফিরে
সাত বছর বয়সেই সে লিখে ফেলেছে উপন্যাসের পর উপন্যাস
বিশাল মরুভূমি, যেখানে উল্লসিত মুক্তি, যেখানে মেঘের গোরস্থান
আর জঙ্গলের সূর্য, গভীর অরণ্যের নদী, একটিও গাছ নেই এমন মাঠ
সে টেনে বের করত পুরান আমলের সেলাই-ছেঁড়া রঙিন পত্রিকা
এই বংশেরই কারুর, যৌবন কালের, লালচে-হয়ে-আসা
ছবির পর ছবি, সবই উলঙ্গ গর্ভবতীদের, উঁচু পেট নিয়ে তারা
দোলনায় দোল খায় কিম্বা উল্টো হয়ে ঝুলে আছে উর্ধ্বে নিচে পুরুষেরা
পাগলাটে বাদামী চোখে—কসাক ও তিব্বতী মেয়েদের ক্রোধ
গর্ভ হলেই কি চুল ছিঁড়ত ওরা ? আর খেত উনুনের মাটি ও টক্।

সাত বছর বয়সেই আমার উপর চেপে বসেছে মরিয়ম
সারা গা ধুলোমাখা, লেংটো, বয়স হয়ত কিছুটা কম
সেসব কোনও ঘটনাই নয়, তিন বছরের যে সেও জানে কিভাবে করবে গ্রাস

হাত সে টেনে নিয়েছে আমার, 'উঁ' কিচ্ছু করতে পারে না ভীরু দাস'
আমার দোষ, আমি চিমটি কেটেছি সামান্য
এই অজুহাতের জন্যই বুঝি অপেক্ষায় ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়েছে জঘন্য
তার নখ বসে গেছে বুকে, তার দাঁত আমার নরম উরুমূলে
রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে লালা, নাক ও মুখ চাপা পড়েছে মাংসল ফুলে
একরকম গন্ধযুক্ত পাপড়ি, জিভে ও নিঃশ্বাসে তার আঘাত
দলিত, মথিত, স্তূপীকৃত আমাকে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ানো তার···
কিন্তু আমি ততক্ষণে হয়ে গেছি দূর জাহাজের মাস্তুল ও পাল
মধ্যযুগের অভিযাত্রা, ভেসে চলেছি, জাভা, সুমাত্রা ও মালাবার···

আমার ছেলেবেলার সঙ্গিনীরা

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে সবাই যখন ঝিমোয়
তখন আমরা গাছের তলায় কিংবা গোয়ালঘরে
হয়ত বা কোনও মেঘলা দিনে দূরের মাঠ
পালিয়ে গেছি নিরিবিলি কুলঝোপ আর পুণ্ডীবনে

তোমরা তো এখন অনেক বড়, সত্যিকারের ঘরসংসার !
তখন কি সব মিথ্যে ছিল, আমার ছেলেবেলার সঙ্গিনীরা ?
আমি হতাম কর্তা এবং তোমাদের কে গিন্নি হবে
তাই নিয়ে প্রায় চুলোচুলি, শেষে জিতত মুট্‌কী মীরা

বলত বেশ কড়া সুরেই, বাজারে যাও, পুরুষ মানুষ ঝিমায় শুধু
ঘরে বসে হাঁ-হয়ে দেখে···দুচক্ষে আমি পারি না দেখতে
আমিও উঠতাম, ঢোঁক গিলে আর কোণের থেকে থলিটা তুলে
হাটের দিকে হাঁটা দিতাম পাটকাঠি এক ফুঁক্‌তে ফুক্‌তে

শাড়িটা তার পছন্দ নয়, ব্লাউজ দেখে মুখ বাঁকায়
বলে, তোমার বোন যে কথায় কথায় আমাকে শুধু
খোঁটা দিয়ে গঞ্জনা দেয়, কানে শোন না ? বানে ভেসে
এয়েচি আমি ? মরদ নও ? বলবে না কিছু ?

ঝগড়ায় আমি হেসেই ফেলি, রেগে যায় মীরা, তোকে নিয়ে যে কী করি !
বলে, দেখব রাতে কি করিস তুই, গুঁজে দেব যখন নীল মশারি
বটের পাতায় ধুলো-খাবার, হাই তুলে বলে, শীগ্‌গির খাও
আসল লক্ষ্য এমন খেলার কী হতে পারে ? কোন্‌ রহস্যে জীবন উধাও···

বাড়ন্ত মীরার টুসটুসে স্তন, তখনই তার ফন্দি ফিকির
আঁটঘাট আর কায়দা কানুন এক এক করে সবই জানা
উপরে উঠিয়ে বুকে মুখ ঠুঁসে দেয়, বলে, হ্যাঁ, এরকম
আরে বোকা ওভাবে নয়, উহু, এই যে···অন্য হাতে চেপে ধরে পাছা

পবিত্র শিশু নক্ষত্র নীল ঝোপে ঝোপে জমে অন্ধতা শুধু
গাছের পাতায় ফিস ফিস শুরু, দেরী হল কেন, নীরবতা
আমরা বলি খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেছে, মীরাই আগে
কলকল ক'রে কথা বলে ওঠে, কিন্তু জানতে চায়নি কেউই তা

পেছনে আমি তাকিয়েছি আর দেখতে পেয়েছি রবার সূর্য জ্বলে
দেখতে পেয়েছি শৈশব জুড়ে, উলঙ্গ পাছা খান্-খান্ ভেঙ্গে পড়ে
মসৃণতার স্পর্শ এখনও বুকে, তোমাদের রোমহীন সব সত্য খেলা
এখনই তোমরা মিথ্যে খেলছো, খেলা ভেঙ্গে গেলে কুৎসিত শূন্যতা

মুটকী মীরা কি বেঁচে আছ আজও ? জানি, আছ ঠিক
ব্যবহৃত আর স্তূপাকার হয়ে বেঁচে
পাপড়িতে ঢাকা নক্ষত্র দ্যুতি আমি যে দেখেছি দূর গহ্বরে
শুধু তোমরাই নও, আমারও তা অজানাই থেকে গেছে

আজ ভাঙ্গি সেই লালায় রক্তে লেপ্টানো নীল তারা
আঘাতে আঘাতে ক্রমশ এগোয় মৃত্যুর দিকে, কাল গহ্বরে হারা
আমি তাকে মেরে, পরে চাই নিরুপদ্রবে উদাসীন মরে যেতে
সে এসে আমার ভিতরে লুকায়, নিজের আঘাত নিজেরই বুকে লাগে

মাতাল তরণী

যখন চলেছি বয়ে স্রোতহীন নদীটির জলে
থেমেছে কখন যেন মাঝিদের গুনটানা হাত
ফাঁসিতে উলঙ্গ ঝোলে তারা ওই মাংসল মাস্তুলে
বুনো কালো গোরিলারা যেন আজ শিকারে উন্মাদ

কাণ্ডারীর কথা ভেবে কী এমন দুঃখ আর হবে
চা-এর পেটিতে ভরো বাসযোগ্য দারিদ্র, সন্ত্রাস
আহতের আর্তনাদ পড়ে থাক পেছনেই তবে
চলার জন্যই চলা, ভাসো নৌকা, ভাসো দুর্ব্বোঘাস

অন্তর্ঘাতে জেগে ওঠে জোয়ারের জল ভয়ংকর
শৈশবে সরল মন, কুয়াশাচ্ছন্নও কিছু বুঝি আদিপাপে
আজ ছোটো নতুন দ্বীপের খোঁজে—ভয়াবহ জ্বর
এতবেশি উন্মাদনা, জলোচ্ছ্বাস, ভাবিনি তো আগে

সাইক্লোন আশির্বাদে জেগে-ওঠা সমুদ্রে আমার
শোলার টুকরো হয়ে নেচে উঠি ঢেউ থেকে ঢেউয়ে
চিরন্তন যাঁতাকলে পিষে যায় গার্হস্থ্যের ভার
রাত্রির-লণ্ঠন-চোখ নিবোধের দৃষ্টি দিয়ে দ্যাখে···

যত মিঠে তত টক টোপাকুল কুহেলী কৈশোরে
সবুজ জলের স্রোতে রক্তাভায় উরুসন্ধি—দূর
বমির বিবর্ণ দাগ ধোও মেয়ে সিঁড়ি ঘর থেকে
ফালা ফালা করো সব ঝড়ো-হাওয়া, ছেঁড়ো বাঁধা সুর

আমি তো অনেকদিন ডুবে আছি পদ্যের উৎসবে
আজ দেখি তারা-গলা-সমুদ্রের গর্ভে ছায়াপথ
দিগন্তের নীলিমায় ভেসে ওঠা ঠাণ্ডা লাশ নমস্কারে মেশে
তবু তাড়া করে ঢেউ ক্ষমাহীন সারারাত মৃত যাত্রীদের

সহসা ফ্যাকাশে আলো, মৃত ফাঁপা উৎসন্ন নীলিমা
ছন্দোবদ্ধ প্রলাপের শেষ নেই আর এই ছাল-তোলা দিন
মদের চেয়েও তীব্র, স্তনের গভীরে ক্ষত—এই মৃত্যু-নেশা
গেঁজে ওঠো ধারা-রক্ত, মদ হও, পেয় হয়ে শুধে দাও ঋণ

সমুদ্রের বুক জুড়ে উন্মুক্ত আকাশ আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি
ঘূর্ণিস্রোত, জলস্তম্ভ, সমুদ্রের সাদা ফেনা আর রাত্রি লোনা
ভোর হয়, এই ভোর নতুন দ্বীপের খোঁজে উড়ে আসা ক্লান্ত ঘুঘুপাখি
যে-তুমি ছেড়েছো দেশ, শৈশব-কুয়াশা দ্যাখো তোমাকে ছাড়েনা

সমুদ্র নাভিতে নামে, সমুদ্র শরীরে এসে গ'লে গ'লে পড়ে—
এই সূর্য, তবু যেন সূর্য নয়, অন্য কোনও ঈশ্বরের অক্ষমতা শুধু
সূর্য কাছে পেয়ে ঢেউ ফুলে ফেঁপে ওঠে দূর—শুক্রপাত ঘটে—
সমুদ্র-উরুতে আগেই, ব্যর্থতা ঢাকতে তাই আগুনকে দাও ঘৃত, মধু।

রাত্রির সবুজ স্বপ্নে বরফে ঝলসে-ওঠা নগ্ন তীব্র আলো
ধীরে এসে চুমু খায় উষ্ণ-চাপা, সমুদ্রের চোখের পাতায়
ভয়াবহ এ তারল্য বুক জোড়া স্তন নিয়ে, বলে, শুধু ভাসো
আর গান গায় ফস্‌ফরাস তুচ্ছ ক'রে দয়িতের দায়···

সুদীর্ঘ সময় ধরে আমি জানি জোয়ারের তীব্র আক্রমণ
উন্মত্ত ষাঁড়ের পাল দূর-শুভ্র, কেউ ভাবে সারিবদ্ধ শিলা
আমি দেখি ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় মত্ত দীপ্ত পদক্ষেপ
সমুদ্র অশ্বের মুখ ত্রস্তে জাগে, দম নেয়, তারপর, ফের তার যাওয়া···

ছুঁয়ে দেখা, তুমি জানো আমার নিয়তি এই, অলৌকিক গাছ
চিতার জ্বলন্ত চোখ, মানুষী চামড়া ফুঁড়ে ফুটে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল
ইন্দ্রধনু প্রসারিত দিগন্তের মরীচিকা শেষহীন, স্বপ্ন-বৃষ্টিপাত
নীল-ডানা শঙ্খচিল, আমাকে তাড়িয়ে ফেরে ভ্রান্ত পক্ষীকূল···

আমি জানি এঁদো মজা জলাভূমি কামুকী-প্রৌঢ়ার পাতা ফাঁদ
শরবন জেগে থাকে আমাদের অবক্ষয়ে, রেঁনেশার ধ্বংসস্তূপে আজ

এখানে প্রবল জল সংঘর্ষে আকুল অন্ধ, প্রশান্তির কেন্দ্রে একা চাঁদ
মানুষী দিগন্ত মাংস, গহ্বরে আছড়ে পড়ে খাড়াখাড়ি এ জলপ্রপাত।

বরফ চাঙড় আর তামাটে আকাশে সূর্য ঝলসানো রাং
ভয়াবহ ভগ্নস্তূপ তলদেশে কবেকার, তবু জন্ম নেয় ধীরে—
মুক্তা প্রবাল, নীলা, সমুদ্র-গহ্বরে নেমে সেই দানো আজও হতবাক
বিশ্বাসঘাতক, ঘৃণ্য, অভিযাত্রী অনন্তের, ইঁদুর—কৃমির রাজ্য ছেড়ে··

সোনালী দেশের শিশু কী দৈবাৎ আমিও দেখেছি সেই বিনষ্ট ইডেনে
সোনালী মাছেরা গায় নীল সাগরের গান—মৃত্যু উন্মত্ততা
আমার উদ্দেশ্যহীন অভিযাত্রা সায় পায় ফেনার উচ্ছ্বাসে
বর্ণনাতীত হাওয়া দুই কাঁধে জুড়ে দেয় মোমে-গড়া পাখা!

সমুদ্র-সায়ার খাঁজে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ-অতৃপ্ত শহীদ
নোনতা দু হাতে বুক চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, যখন মন্থন···
লোভী ঈশ্বরের দিকে নগ্ন দেহ তুলে ধ'রে অপেক্ষায় ঈভ
আমি অভিভূত স্থির, নিজেরই-হাঁটুতে-মাথা যেমন স্ত্রীলোক···

আমি-ই এক দ্বীপ আর আমি ভাসি নিজেকেই উর্ধ্বে তুলে ধরে···
বিশাল সমুদ্রে দ্যাখো ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পরিযায়ী পাখি
কখন ভেসেছি আমি মাতৃগর্ভে—জরায়ুর পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে
পেছনের নিমজ্জন রক্তে ক্বাথে, সমুখের সমুদ্র একাকী

আমাকে ডুবিয়ে দাও সমুদ্র-চুলের ঝাপ্টা, রোমশ উচ্ছ্বাস
প্রবল ঝড়ের মধ্যে উর্ধ্বে শুধু পাক খায় অন্ধ-মত্ত-চোখ
তোর বুকে হা-সমুদ্র, কবেকার মরা-পচা পশুর উল্লাস
পথ নেই, মুক্তি নেই, নেই নাবিকেরা কেউ তবু চলে নৌকো নির্বিবেক

বেগুনি কুয়াশা দ্যাখো কে তাড়ায়, কে যে রাখে উষ্ণ ও স্বাধীন
আকাশকে বিদ্ধ ক'রে জলকে শাসন করে, লজ্জা-লাল ভোর

সেই সূর্য শ্যাওলা-ঢাকা আকাশী রঙের শ্লেষ্মা—কফে পরাধীন
মৃগী রোগীদের হিক্কা কমিয়ে রেখেছে শুধু নীতিবান কবিদের জ্বর

জলে ও ডাঙ্গায় এই এ্যাতো প্রাণ কার প্রত্যাদেশে শুধু ছোটে আর ছোটে
কাকে ঘিরে রক্ষীদল, নক্ষত্র-প্রহরী সব কালো-কালো তাঁবু ফেলে আছে ?
যখন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র হাতুরী চালায় অন্ধ টকটকে লাল লোহাটাকে
তখনই বা কে সমুদ্রের থেকে এক ফালি নীল হাওয়া পাঠিয়েছে !

মানুষের মুখওয়ালা পুরানোক্ত পশু কেন তৃপ্ত নয়, বলো, নির্বিচার কামে
কার প্ররোচনা পেয়ে আর্তনাদে ঝড়ে পড়ে চৈতন্যের রক্তাভ উজ্জ্বল··· ?
নিষ্ক্রিয় অনন্তকাল, প্রাচ্য যদি মৃত হয় প্রতীচ্য তবে তাকে ছোঁয় মৃদু হাতে
এশিয়ার, আফ্রিকার ধার ঘেঁসে ভাসো আজও, অয়েদিপাউস-ইউরোপ

ফোটা ফোটা কালোবিন্দু, সমুদ্রের জন্ম দেওয়া হতচ্ছাড়া দ্বীপ
আমাকে দেখেই ওরা কেঁপে ওঠে, চিনে নেয় অভিশপ্ত, বৃথা ভ্রাম্যমান
অঝোরে প্রলাপ বকে, 'ওরে তুই ক্রুশবিদ্ধ যীশুকেও থুতু দিয়ে এসেছিস
আমাদের মত ছন্নছাড়া, শোন্, রূপালী পাখিরা গায়-নির্বাসন গান'

সত্যি, আমার কান্নায় খুশি খুনি ভোর, উলঙ্গ দিগন্ত জুড়ে লাল
নির্মম চাঁদেরা ছিল রাত্রির আকাশে আর সমুদ্রের ক্রুর তলদেশে
ছিল সূর্য, তেতোবিষ লোনামদ পান করে তাড়িত মাতাল
আজ কেন আমার অশ্রুর দিকে ফেনিল-নিস্পৃহ হাত ধীরে উঠে আসে···

যদি চাই আজ আমি বাংলার বিলের পাশে অন্ধকার হয়ে আসা চেনা ঝোপ
ঝাড়
যেখানে বৃষ্টির পর মাটি থেকে, ঘাস থেকে গন্ধ—আর বিষন্ন শৈশব
হাটু মুড়ে বসেছিলি পাল তোলা কোনেও নৌকা ? আন্দোলিত অতল শরীর
ফড়িঙের মাঠ ফের যদি চাই, পরিহাস করে ওঠে ভাসমান শব !

হা জড় সমুদ্র, তোর চিরকেলে উত্তাল অথচ স্থৈর্যে ভাসব না আমি
এই যে অসংখ্য যাত্রী, জলযান, অভিযাত্রা—জলে ধোওয়া পাণ্ডুলিপি সবই
বস্তুত বিদ্রোহ করে যারা সব, ঝরে যায় লাল নীল পতাকার ফালি
বরং সাঁতার কাটি অতীতের কারাগারে, অনন্তের চেয়ে সেই অভিপ্রেত নাকি !